কবর জীবনের ৭ মাসআলার সমাধান

কবর জীবনের

৭ মাসআলার সমাধান

কবর জীবনের
৭ মাসআলার সমাধান

মূল ঃ

আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রাহমাহ

অনুবাদ

হাফিজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন

খতিব, ব্রিস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ, ইউকে।

সহযোগিতায়

Protab Ali

Muazzin, Bristol Central Mosque
Owen Street. Easton. Bristol. BS5 6AP, UK

কবর জীবনের ৭ মাসআলার সমাধান

প্রকাশকাল :
জুন ২০২২ ইং, জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বাংলা,
জিলকদ ১৪৪৩ হিজরি

●

●

কম্পোজ :
মুহাম্মদ রিদুয়ান মোস্তফা

●

পরিবেশনায় :
পীরজাদা শেখ আহমদ জাওয়াদ, রহমতাবাদ, চুনারুঘাট।
মোহাম্মদ উবায়দুল মোস্তফা ইমরান,
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান,
শিক্ষার্থী, সিরাজনগর ফাজিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভিবাজার।

সার্বিক তত্তাবধানে
মাওলানা হুসাইন আহমাদ
আরবি প্রভাষক, মনপুরা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা,
কচুয়া, চাঁদপুর।

●

প্রকাশনায় :
মধ্যমা পাবলিকেশন
২৬, শাহী টাওয়ার (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৯১৯১৪৫৭৯৩

●

মুদ্রণ : মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন খান
প্রোপ্রাইটর, **সাইনটেক্স,** আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৫১৪৫৭৯৩

●

হাদিয়া : ৮০ টাকা

KOBOR JIBONER 7 MAS-ALAR SOMADHAN

By- Hafiz Moulana Mufti Mohammad Ekram Uddin
Imam, Bristol Central Mosque, UK

আঞ্জুমানে ছালেকীনের মহাসচিব, পীরে তরিকত, উস্তাযুল উলামা, শায়খুল কুররা, মুনাযিরে আহলে সুন্নাহ, মুফাসসিরে কোরআন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ

আল্লামা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী হুজুরের

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

মরণের পর মুমিন মুসলমানদের রুহানী শক্তি বেড়ে যায়। তারা কবর জগৎ থেকে আমাদের সালাম-কালাম শুনতে পায় এবং জবাবও দিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনতে পাই না। তারা আমাদেরকে দেখতে পায় কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখিনা। তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, কুশল বিনিময় করে, জীবিত আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবর শুনে তাদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ পাক তাদেরকে সেই ক্ষমতা দান করেছেন। এ বিষয়ের উপর কোরআন সুন্নাহর দলিল সহকারে আরবী ভাষায় একখানা চমৎকার কিতাব লিখেছেন আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি আলাইহির রাহমাহ

আল্লাহর শুকর। আমার প্রিয় ছাত্র মুহাক্কিক আলেম হাফিজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন কিতাবটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। আশা করি এই কিতাবটি পাঠ করে সর্বস্তরের মুসলমানগণ উপকৃত হবেন। দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন লেখক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করেন। আমিন।

শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী

সূচীপত্র

অনুবাদক পরিচিতি

হাফিজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলাধীন রাজনগর থানার অন্তর্গত চাটিগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কুরবান আলী ও মাতার নাম মরহুমা নূরজাহান বেগম। তাঁর পিতা অত্যন্ত ধার্মিক ও আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিলেন। ছোটবেলাতেই নিয়ত করেন ছেলেকে হাফিজী পড়ানোর জন্য। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাঁকে মেলাগড় হাফেজি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। অবশেষে ১৯৯০ সনে শমসেরনগর দারুস সুন্নাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে তিনি হাফেজি পাশ করেন।

অতঃপর তিনি ঐতিহ্যবাহী সিরাজনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মেধা ও চরিত্রের মাধুর্যতার জন্য অতি অল্পদিনেই তিনি মাদ্রাসার আসাতিযায়ে কেরামদের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপন করেন। ১৯৯২ সনে দাখিল অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি মৌলভীবাজার জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত কেরাত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনি থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে প্রথম স্থান এবং জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৯৫ সনে ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করেন এবং ১৯৯৭ সনে প্রথম বিভাগে আলিম পাশ করেন।

অতঃপর তিনি চলে যান চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসায়। সেখান থেকে তিনি যথাক্রমে ১৯৯৯ সনে ফাজিল ২০০১ সনে কামিল হাদিস ও ২০০৩ সনে কামিল ফিকহ্ প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে আরবি ভাষার উপর 'ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ' ডিগ্রি লাভ করেন।

আল্লামা মুফতি ইকরাম উদ্দিন সাহেব 'দারুল ইহসান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, চট্টগ্রামে ২০০২ সালে আরবি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে 'বৃস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ ইউকে'তে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পেয়ে ব্রিটেন চলে যান। অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং সাথে সাথে সুন্নিয়তের খেদমত করে যাচ্ছেন। বিগত ২৪/১২/১৬ইং তারিখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ০৪/১২/১৭ইং হযরত শাহজালাল উলামা পরিষদ ফ্রান্সের আমন্ত্রণে প্রধান অথিতি হিসেবে তিনি বিভিন্ন সুন্নি সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শের উপর তিনি

গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। অতঃপর কয়েকদিনের সফর শেষে লন্ডন ফিরে আসেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ১. মু'জিজাতুল কোরআন, ২.বিশ্বনবীর একশত একক বৈশিষ্ট্য (অনুবাদ), ৩. শাফিউল মুজনিবীন। ৪. বিভ্রান্তির অবসান। ৫. রাসূল (দঃ) এর পিতা-মাতা (অনুবাদ) ৬. উচ্চ কণ্ঠে যিকির করার শরয়ী বিধান। (অনুবাদ) ৭. ছাক্বিয়ে কাউছার। ৮. সালাফিদের জবাবে কালিমায়ে তাইয়্যিবা। ৯. এজিদের হাকিকত। ১০. কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে এজিদের অন্তর্ভুক্তি। ১১. হাদিস নিয়ে সালাফিদের জালিয়াতি। ১২. নেদায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ১৩. আহলে বাইতের ফযিলত সম্পর্কিত ৬০ হাদিস। ১৪. যিয়ারতে মদিনা। ১৫. হায়াতুল আম্বিয়া (অনুবাদ) ১৬. উম্মাতে মুহাম্মাদির ফযিলত ১৭. তাজিমি কিয়াম (অনুবাদ) ১৮. কবর জীবনের ৭ মাসআলার সমাধান (অনুবাদ) ১৯. খাসাইসে রহমাতুল্লিল আলামিন

আল্লাহপাকের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন তাঁকে এবং তাঁর সহধর্মিনী, এক ছেলে, তিন মেয়েসহ প্রবাস জীবনে সংশ্লিষ্ট সকলকে শান্তি-সূখে জীবন-যাপন ও সুন্নিয়তের খেদমতে কবুল করেন। আমিন।

সংকলনে

মাওলানা হোসাইন আহমদ

প্রভাষক, মনপুরা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা
কচুয়া, চাঁদপুর।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين-

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর দরবারে যিনি রাব্বুল আলামীন। অসংখ্য সালাত ও সালাম সে নবীর প্রতি যিনি রাহমাতুল লিল আলামীন।

মানুষ মরণশীল। আমরা প্রত্যেকেই একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে অন্ধকার কবরে চলে যেতে হবে। সেই কবরের অবস্থা কেমন হবে? মৃত ব্যক্তি কি যিয়ারতকারীদের চিনতে পারে? তাদের দোয়া দুরুদ, সালাম-কালাম শুনতে পায়? মুনকার নাকীরের সুয়াল জওয়াব কাদের জন্য? শুহাদায়ে কেরামদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে? নাবালেগ শিশুদের হুকুম কি? রুহুদের অবস্থান কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্নগুলির দলীল ভিত্তিক জবাব সহকারে একটি চমৎকার রিসালা রচনা করেছেন হিজরী দশম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি রিসালাটির নামকরন করেছেন-

اللمعة فى اجوبة الاسئلة السبعة

(অর্থাৎ- সাতটি প্রশ্নের জবাব সম্বলিত আলোকবর্তিকা)

যেহেতু কিতাবটি আরবি ভাষায় রচিত তাই সাধারন মুসলমানগন ইহা পড়তে ও বুঝতে অক্ষম। এজন্য আমি অধম কিতাবটি অনুবাদ

করতে সচেষ্ট হই। আশা করি ইহা পাঠ করে সর্বস্তরের মুসলমান উপকৃত হবেন।

কিতাবটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ উস্তাযুল উলামা পীরে তরিকত হযরতুল আল্লামা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী হুজুরের নিকট। তিনি কিতাবটির আদ্যোপান্ত দেখে বিশেষ করে আরবি ইবারতগুলো যাচাই বাছাই করে অনুবাদ গ্রন্থটির গুনগত মান বৃদ্ধি করেছেন।

অতঃপর প্রাণ খুলে দোয়া করছি বৃষ্টল সেন্ট্রাল মসজিদের মুয়াজ্জিন জনাব প্রতাব আলী সাহেবের জন্য যার আর্থিক সহযোগীতায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে পাঠক বর্গের নিকট আরজ যদি কোথাও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইন-শা-আল্লাহ।

আমার জন্য দোয়া করবেন যেন সুন্নিয়তের খিদমতে আমার কলম চালিয়ে যেতে পারি অবিরাম গতিতে। হে আল্লাহ, আমার এ ক্ষুদ্র খিদমতটুকু আমার মরহুম মাবাবার রুহের মাগফিরাতের জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন

খতিব

Bristol Central Mosque
Owen street
BS5 6AP UK
Mob: 07910621359

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর ঐ সমস্ত বান্দাদের প্রতি, যাদেরকে তিনি (নবী হিসাবে) মনোনীত করেছেন।

মাসআলাহ সমূহ[১]

১. মৃত ব্যক্তিগণ জীবিতদের যিয়ারত সম্বন্ধে জানেন কি না?

২. যিয়ারত কারীদের অবস্থা সম্পর্কে মৃত ব্যক্তিগণ অবগত হন কি না?

৩. মৃত ব্যক্তিগণ যিয়ারতকারীদের কথাবার্তা ও দোয়া শুনতে পান কি না?

৪. রুহ সমূহের অবস্থানস্থল কোথায়?

১। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (রা) মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সাতটি মাসআলাহ প্রশ্নাকারে উল্লেখ করে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর দলীল ভিত্তিক জবাব প্রদান করেছেন।

৫. মৃত ব্যক্তিদের রুহ সমূহ একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারে কি না?

৬. শুহাদায়ে কেরামদের কবরে প্রশ্ন করা হয় কি না?

৭. নাবালক শিশুদের কবরে প্রশ্ন করা হয় কি না?[২]

এই মাসআলাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতি অল্প সংখ্যক উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আমি এব্যাপারে বর্ণিত হাদীস ও আসার সমূহ উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করব ইন-শা-আল্লাহ।

২। পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে আমি প্রশ্নগুলোকে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়েছি।

প্রথম মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- মৃত ব্যক্তিগণ জীবিতদের যিয়ারত সম্বন্ধে জানেন কি না ?

উত্তরঃ- "হ্যা", মৃত ব্যক্তিগণ জীবিতদের যিয়ারত সম্বন্ধে জানেন। এব্যাপারে ইমাম ইবনু আবিদ্দুনইয়া স্বীয় "আল কুবুর" গ্রন্থে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عليه الا استأنس به ورد عليه حتى يقوم-

অর্থ:- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং কবরের পাশে বসে তখন মৃত ব্যক্তি তা অনুধাবন করতে পারে এবং যিয়ারতকারী ব্যক্তি সেখান থেকে প্রস্থান করার পূর্বেই তার জবাব প্রদান করে।

এমনিভাবে ইবনু আব্দিল বার স্বীয় " الاستذكار والتمهيد" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আরেকটি হাদীস-

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام-

অর্থ:- "হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন কোন ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে গমন করে যার সাথে দুনিয়াতে তার পরিচয় ছিল, অতঃপর তাকে সালাম প্রদান করে তখন মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাব প্রদান করে ।"
আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইবনু আবিদ্দুনিয়া স্বীয় "আল কুবুর" গ্রন্থে সনদ সহ আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ابى هريرة قال: اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام-

অর্থ:- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন যখন কোন ব্যক্তি এমন কবরের পাশ দিয়ে গমন করে যাকে সে চিনে, অতঃপর তাকে সালাম প্রদান করে। তখন মৃত ব্যক্তি তার সালামের জবাব প্রদান করে এবং তাকে চিনতে ও পারে। সে ব্যক্তি যখন এমন কবরের পাশ দিয়ে গমন করে যাকে সে চিনে না, অতঃপর তাকে সালাম প্রদান করে তাহলে মৃত ব্যক্তি তার সালামের জবাব প্রদান করে।

"আল কুবুর" গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন ওয়াসী থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে-

عن محمد بن واسع قال: بلغنى ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده –

অর্থ:- মুহাম্মদ বিন ওয়াসী বলেন আমার কাছে (হাদীস) পৌছেছে যে, মৃত ব্যক্তিগণ সে সমস্ত যিয়ারতকারীদের চিনতে পারেন যারা জুমার দিন যিয়ারত করেন। এবং যারা বৃহস্পতিবার ও শনিবারে যিয়ারত করেন।

ইমাম দাহহাক থেকে আরেকটি বর্ণনা নিম্মরূপ:

عن الضحاك قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته قيل له: وكيف ذلك ؟ قال لمكان يوم الجمعة-

অর্থ:- ইমাম দাহহাক বলেন যে ব্যক্তি শনিবার সুর্যদোয়ের পূর্বে কোন কবর যিয়ারত করবে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে তাকে প্রশ্ন করা হল ইহা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন ইহা জুমার দিনের সম্মানের কারণে।

দ্বিতীয় মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- মৃত ব্যক্তিগন জীবিতদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হন কিনা?

উত্তরঃ-“হ্যাঁ”, মৃতব্যক্তিগন জীবিতদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হন। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ননা করেছেন নিম্নরূপ-

عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات فان كان خيرا استبشروا وان كان غير ذالك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا-

অর্থ:- হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় তোমাদের মৃত আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের নিকট তোমাদের আমলসমূহ পেশ করা হয়।

যদি তোমাদের আমল সমূহ ভাল হয় তাহলে তারা খুশী হন। আর যদি তোমাদের আমলসমূহ মন্দ হয় তাহলে তারা দোয়া করেন- হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়াত না করে মৃত্যু দিও না, যেভাবে আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছ।

ইমাম আবু দাউদ আত্ব ত্বয়ালিসী স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরুপ-

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعمالكم تعرض على عشائركم وعلى اقربائكم فى قبورهم فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم الهمهم ان يعملوا بطاعتك-

অর্থ :- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন নিশ্চয় তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের নিকটাত্মীয় ও স্বজনদের নিকট তাদের কবরে পেশ করা হয়। যদি তোমাদের আমল সমূহ ভাল হয় তাহলে তারা খুশী হন। আর যদি তা মন্দ হয় তাহলে তারা দোয়া করেন- হে

আল্লাহ তুমি তাদেরকে সে জ্ঞান দান কর যাতে তারা তোমার আনুগত্যের আমল করতে পারে।

ইমাম তাবরানী স্বীয় ‘‘আওসাত’’ গ্রন্থে মুসলিমাহ বিন আলীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-(তিনি দূর্বল রাবী)

عن ابى ايوب الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة عباد الله كما تلقون البشير من اهل الدنيا فيقولون انظروا صاحبكم ليستريح فانه فى كرب شديد ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت؟ فاذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول ايهات قد مات ذاك قبلى فيقولون انا لله وانا اليه راجعون- ذهب به الى امه الهاوية فبئست الام وبئست المربية – وقال ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من اهل الاخرة- فان كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فاتمم نعمتك عليه وامته عليها ويعرض عليهم عمل المسيئ فيقولون اللهم الهمه عملا صالحا ترضي به وتقربه اليك-

অর্থ:- হযরত আবু আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন একজন মুমিন ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তখন আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দাগন তার সাথে সাক্ষাত করেন। যেমনি ভাবে তোমরা দুনিয়াতে কোন সুসংবাদ প্রদান কারীর সাক্ষাত কর। তখন তারা বলেন তোমাদের সাথীর বিশ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কারন সে কঠিন মুসিবতের মধ্যে রয়েছে। অতঃপর তারা ঐ মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে অমুক ব্যক্তি কি করতেছে? অমুক মহিলা কি করতেছে? সে কি বিবাহ করেছে? অতঃপর তারা ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যে আগেই মৃত্যু বরন করেছে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলে সে তো আমার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। তখন তারা বলে ''ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন''। সে তো তার মাতা হাভিয়ার দিকে চলে গেছে। ইহা কতইনা মন্দ মাতা এবং কতইনা মন্দ আবাসস্থল।

রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- নিশ্চয় তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের পরকালবাসী স্বজন ও নিকটাত্মীয়দের নিকট পেশ করা হয়। যদি তোমাদের আমল

সমূহ ভাল হয় তাহলে তারা খুশী হন এবং তারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। এবং বলেন হে আল্লাহ ইহা তোমার অনুগ্রহ ও রহমত। অতএব তার প্রতি তোমার নিয়ামত পরির্পূন কর। এবং এর উপরেই তার মৃত্যু দাও। এমনি ভাবে তাদের নিকট তোমাদের মন্দ আমল সমূহ পেশ করা হয় তখন তারা বলেন হে আল্লাহ তাকে নেক আমল করার তৌফিক দাও। যার মাধ্যমে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং সে তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

এই হাদীসটি ইমাম ইবনু আবিদ্দুনিয়া স্বীয় ‘‘আলমানামাত’’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ابى ايوب قال تعرض اعمالكم على الموتى فان رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وان رأوا سوءأ قالوا اللهم راجع به

অর্থ:- হযরত আবু আইউব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন তোমাদের আমল সমূহ মৃত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করা হয়। যদি তারা দেখেন এগুলো ভাল আমল তাহলে তারা খুশী হন এবং সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। আর যদি দেখেন

এগুলো মন্দ আমল তাহলে তারা বলেন হে আল্লাহ এগুলো থেকে পরিত্রান কর।

ইমাম তিরমিযি আল হাকীম স্বীয় " নাওয়াদিরুল উসূল" গ্রন্থে বর্ণণা করেছেন নিম্নরূপ-

عن عبد الغفور بن عبد العزيز عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله وتعرض على الانبياء وعلى الاباء والامهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا واشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا امواتكم

অর্থ:- হযরত আব্দুল গাফুর বিন আব্দুল আজীজ থেকে বর্ণিত তিনি স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- বান্দার আমল সমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। আর শুক্রবারে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের নিকট এবং পিতা-মাতাদের নিকট পেশ করা হয়। তখন তাদের নেক আমল সমূহের কারণে আম্বিয়ায়ে

কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও পিতা-মাতাগণ খুশী হন। এবং তাদের চেহারা সমূহ আরো শুভ্র ও উজ্জল হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কষ্ট দিও না।

ইমাম ইবনে আবিদ্দুনিয়া স্বীয় “আলমানামাত” গ্রন্থে আরেকখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن نعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله-الله- فى اخوانكم من اهل القبور فان اعمالكم تعرض عليهم

অর্থ: হযরত নুমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ! আল্লাহ! তোমাদের কবরবাসী ভাইদের সম্বন্ধে সবধান। কেননা তোমাদের আমল সমূহ তাদের নিকট পেশ করা হয়।

ইমাম ইবনে আবিদ্দুনিয়া অন্য সনদে আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضحوا موتاكم بسيئات اعمالكم فانها تعرض على اوليائكم من اهل القبور –

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা তোমদের মন্দ আমল সমূহের মাধ্যমে তোমদের মৃত ব্যক্তিদের অপমান করো না। কেননা তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পেশ করা হয়।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া স্বীয় গ্রন্থে আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن بلال بن ابى الدرداء قال: كنت اسمع ابا الدرداء يقول: اللهم انى اعوذ بك ان يمقتنى خالى عبد الله بن رواحة اذا لقيته –

অর্থ: হযরত বিলাল বিন আবি দারদা বলেছেন- আমি শুনেছি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার উপর আমার খালু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার রাগ করা থেকে, যখন তার সাথে সাক্ষাত করব।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه قال: انه ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر بذالك عينه-

অর্থ:- আব্দুল ওয়াহাব বিন মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন তার পিতা থেকে তিনি বলেছেন- সে যেন তার পরবর্তীতে স্বীয় সন্তানের সৎকর্মের জন্য উপদেশ দেয় যাতে করে এর মাধ্যমে তার চক্ষু শীতল হয়।

তৃতীয় মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- “মৃত ব্যক্তি কি মানুষের কথার্বাতা, এবং তার ব্যাপারে তাদের প্রশংসা মূলক বক্তব্য শুনতে পায়?”

উত্তরঃ- হ্যাঁ। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে, ইমাম মারুযী আল জানাইয গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনু আদী সহ অন্যান্য ইমামগন একখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ

عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان المیت یعرف من یغسله ویحمله ویدلیه فی قبره –

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খূদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় মৃতব্যক্তি তাদেরকে চিনতে পারে যারা তাকে গোসল দেয়, যারা বহন করে এবং যারা তাকে কবরে নামায়।

ইমাম তাবরানী এই হাদীসখানা “আল আওসাত” গ্রন্থে ভিন্ন সনদে হযরত আবু সাঈদ খূদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এমনি ভাবে ইবনু আবিদ্দুনিয়া সহ অন্যান্যগন আমর বিন দীনার এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন । তাছাড়া বকর বিন আব্দুল্লাহ আল মাযনী এবং সুফিয়ান সওরী সহ অন্যান্য ইমামগন এই অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া সনদ সহ বর্ণনা করেছেন

قال حذيفة: الروح بيد ملك وان الجسد ليغسل وان الملك ليمشى معه الى القبر فاذا سوى عليه سلك فيه فذلك حين يخاطب-

অর্থ- হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হয় তখন তার রুহ একজন ফেরেশতার হাতে থাকে। অতঃপর সে ফেরেশতা তার সাথে কবর পর্যন্ত হেঁটে যান। অতঃপর যখন তাকে কবরে রাখা হয় তখন সে ফেরেশতা সেখানে প্রবেশ করেন। আর সে সময় তাকে প্রশ্ন করা হয়।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া আরো বর্ণনা করেছেন

عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال: الروح بيد ملك يمشيى به مع الجنازة يقول له اسمع ما يقال لك فاذا بلغ حفرته دفنه معه-

অর্থ:- আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা বর্ণনা করেন মৃত ব্যক্তির রুহ একজন ফেরেশতার হাতে থাকে সে ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির রুহ সহ জানাযার সাথে চলতে থাকে। এবং মৃত ব্যক্তিকে বলে শুন তোমাকে কি বলা হচ্ছে। অতঃপর যখন কবর পর্যন্ত পৌছে যান তখন তার সাথে তার রুহকেও দাফন করা হয়।

চতুর্থ মাসআলাহ

প্রশ্ন:- রুহ সমূহের অবস্থানস্থল কোথায়?

উত্তর:- উক্ত মাসআলাহ গুলির মধ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে আমি যা অর্জন করেছি তা পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করব ইন-শা-আল্লাহ।

এ ব্যাপারে ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুয়াত্তা গ্রন্থে একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عن كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه-

অর্থ: হযরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় একজন মুমিনের রুহ জান্নাতের একটি গাছে পাখি হয়ে ঝুলে থাকে। অবশেষে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার শরীরে ফিরত দিবেন।

এই হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে শাফেয়ী থেকে তিনি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ইমাম নাসায়ী সহ অন্যান্য ইমামগণ ইহা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ এবং ইমাম তাবরানী "আল কাবীর" গ্রন্থে হাসান সনদে আরেকটি বর্ণনা করেছেন-

عن ام هانئ- انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتزاور اذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال: رسول الله صلى

الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى اذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها-

অর্থ: হযরত উম্মে হাণী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন মৃত্যুর পরে আমরা কি একে অপরের সাথে পরিভ্রমন ও দেখা সাক্ষাত করতে পারব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন রুহ সমূহ পাখি হয়ে জান্নাতের গাছে ঝুলে থাকবে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক রুহ তার স্ব স্ব শরীরে প্রবেশ করবে।

ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সহ অন্যান্য ইমামগণ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সূত্রে একখানা মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

ارواح الشهداء عند الله فى حواصل طيورتسرح فى انهار الجنة حيث شائت ثم تأوى الى قناديل تحت العرش –

অর্থ: শুহাদায়ে কেরামদের রুহ সমূহ আল্লাহর নিকট পাখির আকৃতিতে অবস্থান করে। তারা জান্নাতের ঝর্না সমূহে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমন করেন। অতঃপর আরশের নীচে কানাদীল নামক ঝাড় বাতী সমূহের মধ্যে অবস্থান করেন।

ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম হাকিম সহ অন্যান্য ইমামগণ সহীহ সনদে আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لما اصيب اصحابكم باحد جعل الله ارواحهم فى اجواف طير خضر ترد انهارالجنة وتأكل من ثمارها وتأوى الى قناديل من ذهب فى ظل العرش-

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন তোমাদের সাথীগণ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের রুহ সমূহকে সবুজ রংয়ের পাখিতে পরিণত করলেন। তারা জান্নাতের বিভিন্ন ঝর্ণা সমূহে গমন করে

এবং জান্নাতের বিভিন্ন ফলমুল ভক্ষণ করে। অতঃপর আরশের ছায়ায় অবস্থিত স্বর্ণের ঝাড় বাতি সমূহে অবস্থান করে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আব্দ উভয়ে তাদের মুসনাদ গ্রন্থে এবং তাবরানী হাসান সনদে মাহমুদ বিন লাবিদ থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সূত্রে একটি মরফু হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج اليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية –

অর্থ: শহীদগণ জান্নাতের দরজার পার্শ্বে ঝর্ণার উপর সবুজ গুম্বুজের মধ্যে অবস্থান করেন। সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য জান্নাত থেকে রিযিক প্রদান করা হয়।

ইমাম বায়হাকী “আল বা'স” গ্রন্থে এবং ইমাম তাবরানী হাসান সনদে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: لما حضرت كعبا الوفاة اتته ام بشر بنت البراء فقالت: يا ابا عبد الرحمن ان

لقيت فلانا فاقرئه منى السلام- فقال لها: يغفر الله لك يا ام بشر نحن اشغل من ذلك فقالت: اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان نسمة المؤمن تسرح فى الجنة حيث شائت ونسمة الكافر فى سجين ؟ قال: بلى قالت: فهو ذاك —

অর্থ:- হযরত আব্দুর রহমান বিন কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন কাব এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসল তখন উম্মে বিশর বিনতে বারা তার নিকট আগমন করে বললেন হে আবু আব্দুর রহমান যদি তুমি অমুকের সাক্ষাত পাও তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও। তখন কাব তাকে বললেন হে উম্মে বিশর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরা এর চেয়ে আরো অধিক বিষয়ে মশগুল থাকব। (অর্থাৎ তোমার সালাম পৌছানোর সুযোগ পাবনা) তখন উম্মে বিশর বললেন আপনি কি শুনেন নি যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় মুমিনের আত্মা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে। আর কাফিরদের আত্মা থাকবে সিজ্জিনে। তখন কাব

বললেন হ্যাঁ শুনেছি। তখন উম্মে বিশর বললেন অমুক ব্যক্তি ও সে রকম হবে। (অর্থাৎ জান্নাতে ভ্রমন করবে)

ইমাম তাবরানী আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ضمرة بن حبيب قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ارواح المؤمنين فقال: فى طير خضر تسرح فى الجنة حيث شائت قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارواح الكفار؟ قال: محبوسة فى سجين –

অর্থ: দামরাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুমিন ব্যক্তিদের রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি বললেন মুমিনদের রুহ সমুহ সবুজ রঙের পাখির আকারে থাকবে। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করবে। তারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাফিরদের রুহ সমূহ কোথায় থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন সিজ্জিনে আবদ্ধ থাকবে। (এই হাদীসটি মুরসাল[৩] হাদীস)

ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে, ইমাম হাকিম মুস্তাদরাকে গ্রন্থে, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম ইবনু আবি দাউদ উভয়ে তাদের "আল বা'স" গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইমামগণ তাদের সনদ সহ বর্ণনা করেছেন একখানা হাদীস -

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولاد المؤمنين فى جبل فى الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة حتى يردهم الى ابائهم يوم القيامة-

অর্থ:- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মুমিনদের সন্তানগণ জান্নাতে একটি পাহাড়ে অবস্থান করবে। ইব্রাহীম ও সারাহ আলাইহিমাস সালাম তাদের

৩। মুরসাল হাদীস হল ঐ সকল হাদীস যার সনদসূত্রে বিচ্ছিন্নতা আছে। অর্থাৎ যখন সনদের মধ্য থেকে সাহাবির নাম বাদ পড়ে। যেমন কোন তাবেয়ি ঊর্ধ্বতন সাহাবির নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসুলের বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করে বলেন "রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন"। তিনি কোন সাহাবি থেকে শুনেছেন তা উল্লেখ করেন নি। এরূপ করাকে মুরসাল হাদীস বলে।

দেখা শুনা করবেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পিতৃগনের কাছে ফেরত দেয়া হবে। (ইমাম হাকিম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

ইমাম বায়হাকী "দালাইলুন নাবুওয়াত" গ্রন্থে ইমাম ইবনু আবি হাতিম ও ইমাম ইবনু মারদুভীয়া উভয়ে তাদের তাফসীর গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইমামগণ তাদের গ্রন্থে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اتيت بالمعراج الذي تعرج عليه ارواح بنى ادم فلم تر الخلائق احسن من المعراج ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا الى السماء فان ذلك اعجبه بالمعراج

فصعدت انا وجبريل فاستفتح باب السماء فاذا انا بادم تعرض عليه ارواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين ثم تعرض عليه ارواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها فى سجين-

অর্থাৎ:- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমি মিরাজ রজনীতে সেখানে উপস্থিত হলাম যেখানে আদম সন্তানদের রুহ সমূহ পেশ করা হয়। মিরাজের চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু সৃষ্টিকুল কখনো দেখেনি। আমি দেখেছি মুমুর্ষ ব্যক্তি যখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যখন তার চক্ষু বিদির্ন করা হয় ইহা তার নিকট উর্দ্ধগমনের আশ্চর্য্য বিষয়।

অতঃপর আমি ও হযরত জিব্রাঈল উপরের দিকে আরোহন করলাম। অতঃপর আসমানের দরজা খোলা হল। তখন আমি সেখানে আদম আলাইহিস সালাম কে দেখতে পেলাম। তাঁর কাছে তাঁর বংশধরদের মধ্যকার মুমিনদের রুহ সমূহ পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন পবিত্র রুহ, পবিত্র আত্মা। তাদেরকে ইল্লিনের মধ্যে রাখ। অতঃপর তাঁর কাছে তাঁর বংশধরদের মধ্যকার পাপিষ্ঠদের রুহ সমূহ পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন খবীস রুহ, অপবিত্র আত্মা। তাদেরকে সিজ্জীনের মধ্যে রাখ।

ইমাম আবু নাঈম আল ইস্পাহানী আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ارواح المؤمنين فى السماء السابعة ينظرون الى منازلهم فى الجنة-

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন নিশ্চয় মুমিনদের রুহ সমূহ সপ্তম আকাশে অবস্থান করে সেখান থেকে জান্নাতে তাদের মানযিল সমূহ অবলোকন করতে থাকে।

এই পর্যন্ত অনেকগুলো মারফু[৪] হাদীস উল্লেখ করেছি।এখন কিছু মওকুফ[৫] হাদীস উল্লেখ করব।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেছেন

৪। মারফু হাদিস হল, যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র রাসুল (দঃ) পর্যন্ত পোঁছেছে।

৫। মওকুফ হাদিস হল, যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পোঁছেছে।

عن على بن ابى طالب قال: ابغض بقعة فى الارض الى الله واد يقال له برهوت فيه ارواح الكفار-

অর্থ: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন আল্লাহর নিকট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হল "বারহুত" নামক উপত্যকা। সেখানে কাফিরদের রুহ সমূহ থাকে।

ইমাম বায়হাকী "আল বি'স" গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনু আবিদ্দুনিয়া "আল মানামাত" গ্রন্থে আরেকখানা বর্ণনা করেছেন

عن سعيد بن المسيب ان سلمان الفارسى وعبد الله بن سلام التقيا فقال احدهما لصاحبه: ان ليقيت ربك قبلى فاخبرنى ماذا لقيت – فقال: اَوَيلقى الاحياء الاموات؟ فقال: نعم اما المؤمنون فان ارواحهم فى الجنة وهى تذهب حيث شاءت-

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন আল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার সালমান ফারসী ও আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা উভয়ে সাক্ষাৎ করলেন। তখন একজন অপরজনকে বললেন যদি তুমি আমার পূর্বে

তোমার রবের সাথে সাক্ষাত কর তাহলে আমাকে অবহিত করিও তুমি কিভাবে সাক্ষাত করেছ। তখন তিনি বললেন মৃত ব্যক্তি কী জীবিত ব্যক্তিকে সংবাদ পাঠাতে পারে ? তখন তিনি বললেন 'হ্যাঁ'। কেননা মুমিন ব্যক্তিদের রুহ সমূহ জান্নাতে অবস্থান করে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে।

ইমাম বায়হাকী এবং তাবরানী "আল কাবীর" গ্রন্থে আরেকখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن عبد الله بن عمرو قال: الجنة مطوية فى قرون الشمس تنشر فى كل عام مرتين وارواح المؤمنين فى طير كالزرازير تأكل من شجر الجنة-

অর্থ:- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন জান্নাত সূর্যোদয় স্থলে ভাঁজ করা রয়েছে। ইহা প্রতি বৎসর দুইবার বিস্তার লাভ করে। আর মুমিনদের রুহ সমূহ যারাযির নামক পাখির মধ্যে থাকে। তারা জান্নাতের গাছ থেকে ফল ভক্ষন করে।

ইমাম মারুযী "আল জানাইয" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

عن العباس بن عبد المطلب قال: ترفع ارواح المؤمنين الى جبريل فيقال انت ولي هذه الى يوم القيامة-

অর্থ: হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন মুমিনদের রুহ সমূহ জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর বলা হয় আপনি কিয়ামত পর্যন্ত এই রুহ সমূহের অভিভাবক।

ইমাম মারুযী আব্দুল্লাহ বিন আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন

عن عبد الله بن عمرو قال: ارواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضر موت وارواح المؤمنين تجتمع بالجابية –

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন কাফিরদের রুহ সমূহ বারহুত নামক স্থানে একত্রিত করা হয়। যা হাদরামাউতের উপত্যকায় অবস্থিত। আর মুমিনদের রুহ সমূহ জাবিয়াহ নামক স্থানে একত্রিত করা হয়।

ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন

عن ابن عباس عن كعب قال: جنة المأوى فيها طير خضر ترتقى فيها ارواح الشهداء تسرح فى الجنة وارواح ال فرعون فى طير سود تغدو على النار وتروح وان اطفال المسلمين فى عصافير الجنة-

অর্থ :- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত কাব থেকে। তিনি বলেছেন, জান্নাতুল মাওয়ার মধ্যে একটি সবুজ রঙের পাখি রয়েছে। সে পাখির মধ্যে শুহাদায়ে কেরামদের রুহ সমূহ অবস্থান করে এবং জান্নাতে বিচরণ করে। আর ফিরাউনের বংশধরদের রুহ সমূহ কালো রঙের একটি পাখির মধ্যে থাকে। ইহা সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামে চরে বেড়ায়। আর মুসলিম শিশুগণ জান্নাতী চড়ুই পাখির মধ্যে অবস্থান করে।

ইমাম আবু নাঈম 'আল হিলইয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

عن وهب بن منبه قال: ان لله فى السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء تجتمع فيها ارواح المؤمنين فاذا مات الميت من اهل الدنيا تلقته الارواح يسألونه عن اخبار الدنيا كما يسأل الغائب اهله اذا قدم عليهم –

অর্থ: হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন সপ্তম আকাশে আল্লাহর একটি ঘর রয়েছে যার নাম হল “আল বাইদ্বা”। সেখানে মুমিনদের রুহ সমূহ একত্রিত করা হয়। যখন দুনিয়াবাসী কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন অন্যান্য রুহগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন খবরাখবর সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করে। যেমনি ভাবে একজন অনুপস্থিত ব্যক্তি তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যখন সে তাদের নিকট আগমন করে।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া বলেছেন

حدثنا خالد بن خداش سمعت مالك بن انس يقول: بلغنى ان ارواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شائت –

অর্থ: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন খালিদ বিন খাদাশ। তিনি বলেন, আমি শুনেছি মালিক বিন আনাস বলেছেন- আমার কাছে এই মর্মে পৌছেঁছে যে, মুমিনদের রুহ সমূহ প্রেরণ করা হবে। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করবে।

পঞ্চম মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- রুহ সমূহ একে অপরের সাথে মিলিত হয় কি না? একজন আরেকজকে দেখতে পায় কি না ?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তিদের রুহ সমূহ একে অপরের সাথে মিলিত হয়।

ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে ইমাম তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত আবু আইউব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর হাদীস এবং ইমাম বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত উম্মে বিশর এর হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত আছার এর মধ্যে ও উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম ইবনু আবিদ্দুনিয়া সনদ সহ বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

عن يحي بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه امه وجدا شديدا- فقالت: يا رسول الله انه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتى فارسل الى بشر بالسلام ؟

فقال نعم والذى نفسي بيده انهم ليتعارفون كما تتعارف الطير فى رؤوس الشجر وكان لا يهلك هالك من بني سلمة الا جائته ام بشر فقالت: يا فلان عليك السلام فيقول وعليك – فتقول اقرأ على بشر السلام-

অর্থ :- হযরত ইয়াহইয়া বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাবীবাহ বর্ণনা করেছেন তার দাদা থেকে, তিনি বলেন যখন বিশর বিন আল বারা বিন মা'রুর ইন্তেকাল করলেন তখন তার মা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। বনী সালামার লোকজন যখন ইন্তেকাল করবে তারা কি মৃত্যুর পরে

একে অপরকে চিনতে পারবে? যদি চিনতে পারে তাহলে আমি বিশরের প্রতি সালাম প্রেরণ করব।

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 'হ্যা' (চিনতে পারবে)। সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ-গাছের শাখায় পাখিরা যেমন একে অপরকে চিনতে পারে- মৃত ব্যক্তিরাও তেমনি একে অপরকে চিনতে পারবে। পরবর্তীতে যখনই বণী সালামার কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হতেন তখন বিশরের মা উপস্থিত হয়ে বলতেন- হে অমুক তোমার প্রতি সালাম। তখন সে ব্যাক্তি বলেন তোমার প্রতিও সালাম। তখন বিশরের মা বলতেন বিশরকে আমার সালাম দিও।

ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى احدهما صاحبه قط –

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন দুইজন মুমিন ব্যক্তির রুহ একদিনের সফরের দুরত্ব পর্যন্ত একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে। যদি ও তারা পূর্বে কখনো একে অপরকে দেখেনি।

ইমাম বাযযার সহীহ সনদে একটি মরফু হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عن ابى هريرة ان المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه والله يحب لقاء المؤمن وان المؤمن تصعد روحه الى السماء فتأتيه ارواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من اهل الارض فاذا قال تركت فلانا فى الدنيا اعجبهم ذلك واذا قال فلانا قد مات قالوا ما جيىء به الينا-

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত- যখন একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু সময় উপস্থিত হয় এবং তখনকার ভীষণ অবস্থা দর্শন করে তখন সে ব্যক্তি চায় যদি তার প্রাণ বের হয়ে যেত। আর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাক্ষাত ভালবাসেন। একজন মুমিন ব্যক্তির রুহ যখন আসমানের দিকে নেয়া হয় তখন অন্যান্য মুমিনদের আত্মা সমূহ তার নিকট আগমন করে। অতঃপর দুনিয়াবাসী পরিচিতজনদের সম্পর্কে

তার কাছে জিজ্ঞাসা করে। তখন যদি সে বলে অমুক ব্যক্তিকে পৃথিবীতে রেখে এসেছি। তাহলে তারা আশ্চর্য বোধ করে। আর যদি বলে অমুক ব্যক্তি ইতোপূর্বে ইন্তেকাল করেছে তাহলে তারা বলে তাকে আমাদের কাছে আনা হয়নি।

এমনি ভাবে ইবনু আবিদ্দুনিয়া সনদ সহ আরেকখানা হদীস বর্ণনা করেছেন-

عن عبيد بن عمير قال: اذا مات الميت تلقته الارواح فيستخبرونه كما يستخبر الراكب ما فعل فلان وفلان –

অর্থ: উবাইদ বিন উমাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একজন লোক যখন মৃত্যুবরণ করে তখন অন্যান্য রুহ সমূহ তার সাথে সাক্ষাত করে। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। যেমনি ভাবে একজন আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় অমুক ব্যক্তি কি করছে ? অমুক ব্যক্তি কি করছে ?

وعن الحسن قال: اذا احتضرالمؤمن حضره خمسمائة ملك يقبضون روحه فيعرجون به الى السماء الدنيا فتتلقاه ارواح المؤمنين الماضين فيريدون ان يستخبروه فتقول لهم الملائكة

ارفقوا به فانه خرج من كرب عظيم فيسأله الرجل عن اخيه وعن صاحبه-

অর্থ: হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার প্রাণ নেয়ার জন্য পাঁচশত ফেরেস্তা আগমন করেন। অতঃপর তার সেই রুহটি নিয়ে দুনিয়ার আকাশের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অতীতে ইন্তেকাল কৃত মুমিনদের রুহ সমূহ তার সাথে সাক্ষাত করে। অতঃপর তার নিকট বিভিন্ন সংবাদ জানতে চায়। তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলেন তার সাথে নম্র ব্যবহার কর। কারণ সে ভীষণ বিপদ থেকে বের হয়ে এসেছে। তখন একজন লোক সে ব্যক্তির কাছে তার ভাই ও সাথী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।

عن سعيد بن جبير قال: اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب -

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন তার

সন্তান তাকে স্বাগতম জানায়। যেমনি ভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তি আগমন করলে স্বাগতম জানানো হয়।

وعن ثابت البنانى قال: بلغنا ان الميت اذا مات احتوشه اهله واقاربه الذين قد تقدموه من الموتى فهو افرح بهم وهم افرح به من المسافر اذا قدم على اهله –

অর্থ :- হযরত সাবিত আল বুনানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমাদের কাছে এই মর্মে পৌছেছে যে একজন ব্যক্তি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ঐ সমস্ত পরিবারবর্গ আত্নীয় স্বজন তার কাছে একত্রিত হন যারা ইতোপূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তখন সে তাদের প্রতি অধিক খুশী হয় এবং তারাও তার প্রতি অধিক খুশি হয়। যেমনি ভাবে একজন মুসাফির তার পরিবার বর্গের নিকট আগমন করলে তারা খুশী হয়।

ষষ্ঠ মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- শহীদগণকে কবরে প্রশ্ন করা হয় কিনা?

উত্তরঃ- এই প্রশ্নের জবাব হল “না”। (অর্থাৎ শহীদগণকে কবরে প্রশ্ন করা হয় না।)

অনেক উলামায়ে কেরামগণ এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ইমাম কুরতুবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সহীহ মুসলিমের একখানা হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসখানা নিম্নরূপ-

انه صلى الله عليه وسلم سئل هل يفتن الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة-

অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল- শহীদদেরকে পরীক্ষা করা হবে কিনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার মাথায় ধারালো তরবারী সমূহের আঘাতই তার পরীক্ষা হিসাবে যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতবী বলেন

ومعناه ان السؤال فى القبر انما جعل لامتحان المؤمن الصادق فى ايمانه من المنافق – وثبوته تحت بارقة السيوف ادل دليل على صدقه فى ايمانه والا لفر الى الكفار-

অর্থ: এই হাদীসের ভাবার্থ হল- কবরের প্রশ্নটি করা হয় শুধুমাত্র একজন সত্যবাদী মুমিন ব্যক্তির ঈমানকে মুনাফেকী থেকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব (একজন শহীদ ব্যক্তি) তরবারীর আঘাতের নীচে অটল থাকাটাই তার ঈমানের সত্যতার দালিলিক প্রমাণ বহন করে। তা না হলে সে কাফিরদের দিকে পালিয়ে যেত।

সপ্তম মাসআলাহ

প্রশ্নঃ নাবালক শিশুদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হয় কিনা?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের ইমামদের মধ্যে দুটি বক্তব্য রয়েছে। যা ইবনে কাইয়ুম "কিতাবুর রুহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম নববী "আর রওদ্বাহ" গ্রন্থে এবং 'শরহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

ان التلقين بعد الدفن مختص بالبالغ وان الصبي الصغير لا يلقن- دليل على اختياره انه لا يسئل والله اعلم –

অর্থ :- মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তালকীন[৬] করাটা শুধুমাত্র বালেগ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু নাবালক শিশুর জন্য তালকীন

৬। **তালকীন:-**মুমুর্ষ ব্যক্তিকে কালিমার বাক্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" স্মরণ করিয়ে দেয়াকে তালকীন বলে।
যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস

عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله-

অর্থ:- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলূল্লাহ (দ) ইরশাদ করেছেন- তোমরা তোমাদের মুমুর্ষ ব্যক্তিদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্মরণ করিয়ে দাও। (মুসলিম হাদীস :- ৯১৬)

করা হয় না। এই হুকুমই প্রমাণ করে যে নাবালক শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। (আল্লাহ ভালো জানেন)

জ্ঞাতব্য বিষয়:- আল্লামা ইমাম সুয়ুতী এখানে সপ্তম মাসআলাটি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। কেননা তিনি الاحتفال بالاطفال নামে অন্য একটি কিতাবে স্বতন্ত্র ভাবে শিশুদের সুওয়াল জওয়াবের মাসআলাটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । সেখান থেকে নিম্নে কিছুটা তুলে ধরা হল।

নাবালক শিশুদের সুওয়াল জওয়াবের ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নভবী বলেছেন

واعلم ان جماعة من اصحابنا قالوا – نلقن ونقول: لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم-

অর্থ: জেনে রাখুন- আমাদের সাথীদের একটি জামাত বলেছেন আমরা তালকীন করি এবং বলি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। (আল আযকার ১৬৯)
এমনি ভাবে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর মুনকার নাকীর ফেরেশতাদের সুয়াল জওয়াবের সময় ও তালকীন করা হয়।

১। একদল উলামায়ে কেরামদের মতে শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।

২। একদল উলামায়ে কিরামদের মতে শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম অভিমতের বর্ণনা (শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে না)

ইমাম নাসাফী 'বাহরুল কালাম' গ্রন্থে বলেছেন

الانبياء واطفال المؤمنين ليس عليهم حساب ولاعذاب القبر ولاسؤال منكر ونكير

অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালাম এবং মুমিন শিশুদের কোন হিসাব নাই এবং তাদের কবরে আযাব নাই এবং মুনকার নাকীরের সুওয়াল-জবাব নাই।

ইমাম নববী 'রাওদাহ' গ্রন্থে এবং শরহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন -

التلقين انما هو فى حق الميت المكلف ـ اما الصبي ونحوه فلا يلقن ـ

অর্থ : তালকীন শুধুমাত্র শরীয়তের হুকুম প্রাপ্ত বালেগ মৃত ব্যক্তির জন্য। অতএব শিশু ও এ ধরনের অন্যান্য ব্যক্তির জন্য তালকীন করা হয় না।

ইমাম যারকাশী ‘আল খাদিম’ গ্রন্থে বলেছেন যা ইবনুস সালাহ এর বক্তব্যের অনুরূপ।

ইবনুস সালাহ বলেছেন -

لا اصل لتلقينه يعنى لانه لا يفتن فى قبره

অর্থ: শিশুদের তালকীনের কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তাদেরকে কবরে কোন পরীক্ষা করা হবে না।

এমনি ভাবে ইমাম যারকাশী “আল খাদিম” গ্রন্থের অন্য জায়গায় ইবনুস সালাহ এর অনুরুপ আরো বলেছেন। এবং ইমাম নববী বলেছেন

مبنى على انه لا يسئل فى قبره

অর্থ:- শিশুদের কবরে পরীক্ষা করা হবে না।

ইবনুর রিফাআহ "আলা কিফায়া" গ্রন্থে এবং ইমাম সুবুকী 'শরহুল মিনহাজ" গ্রন্থে তারা উভয়ে ইমাম যারকাশী ও ইমাম নবভীকে সমর্থন করেছেন।

وسئل الحافظ ابن حجر عن الاطفال هل يسألون؟ فاجاب بان الذى يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا ـ

অর্থ: হাফিজ ইবনে হাজারকে প্রশ্ন করা হল- নাবালেগ শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি না, জবাবে তিনি বললেন একথা সুস্পষ্ট যে কবরের সুওয়াল শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট যারা মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের হুকুম প্রাপ্ত।

দ্বিতীয় অভিমতের বর্ণনা:- (শিশুদেরকে প্রশ্ন করা হবে)

ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

عن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة ايام فقال: اذا وضعت ابنى فى لحده فابرز وجهه وحل عقده فان ابنى مجلس ومسؤول فقلت: عم يسأل ؟ قال: عن الميثاق الذى اقربه فى صلب ادم ـ

অর্থ : হযরত জুওয়াইবির বর্ণনা করেছেন-দাহহাক বিন মুযাহিম এর ছয় দিনের একটি শিশু ইন্তেকাল করল। তখন তিনি বললেন যখন আমার ছেলেকে তার কবরে রাখলাম তখন তার চেহারা উজ্জল হল এবং তার কঠিন বিষয় সহজ হল। কেননা আমার ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি বললাম কি সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হল? তিনি বললেন ঐ অঙ্গিকার সম্বন্ধে যা আদম আলাইহিস সালাম এর পৃষ্ঠ দেশে থাকাবস্থায় স্বীকার করেছিল।

হানাফী মাযহাবের ইমাম বাযযার স্বীয় ফতোওয়ায় বলেছেন

السؤال لكل ذى روح حتى الصبي والله تعالى يلهمه ـ

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তি যার রুহ আছে এমনকি শিশুকেও প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলহাম তথা জবাব জানিয়ে দিবেন।

ইমাম যারকাশী “আল খাদিম” গ্রন্থে বলেছেন-

قد صرح ابن يونس فى شرح التعجيز بانه يستحب تلقين الطفل واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لقن ابنه ابراهيم

অর্থ: ইবনে ইউনুস شرح التعجيز গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন যে শিশুদের জন্য তালকীন করা মুস্তাহাব। তিনি দলীল স্বরুপ বলেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমের জন্য তালকীন করেছেন।

তিনি বলেছেন এই মাসআলায় উক্ত বর্ণনাটিকেই দলীল হিসেবে গ্রহন করা হয়।

তবে ইমাম সুবুকী "শরহুল মিনহাজ" গ্রন্থে বলেছেন, শিশুদের তালকীন নাই। তিনি বলেন

انما يلقن الميت المكلف اما الصبي فلا يلقن -

অর্থ: তালকীন শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক মৃতব্যক্তিকে করা হয়। শিশুদের ক্ষেত্র তালকীন নাই।

ইমাম সুবুকী " التتمه " গ্রন্থে বলেছেন-

ان النبى صلى الله عليه وسلم لما لحد ابنه ابراهيم لقنه وهذا غريب -

অর্থ: “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহীমকে কবরস্ত করে তালকীন করেছিলেন এই হাদীসটি গরীব।

উল্লেখিত “التتمه” গ্রন্থের ইবারাতটি হল শিশুদের তালকীনের ব্যাপারে বর্ণিত প্রকৃত দলীল। তা হল:

روي ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دفن ابراهيم قال: قل الله ربى ورسولى ابى والاسلام ديني ـ فقيل له يا رسول الله انت تلقنه ـ فمن يلقننا ؟ فانزل الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا وفى الاخرة (ابراهيم)

অর্থ: বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় পুত্র ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করলেন তখন বললেন “তুমি বল আল্লাহ আমার রব, আমার পিতা আমার রাসূল, এবং ইসলাম আমার ধর্ম।”
তখন কেউ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি তাকে তালকীন করছেন। আমাদের তালকীন কে করবে? তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ন করলেন “যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ

সুপ্রতিষ্ঠিত বানীর দ্বারা ইহকালে ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ” সুরা ইব্রাহীম-২৭।

শায়খ সাদ উদ্দিন “শরহুল আকাঈদ ” গ্রন্থে বলেনে

قال ابو شجاع: ان للصبيان سؤالا

অর্থ: আবু শুজা বলেছেন শিশুদের জন্য প্রশ্ন রয়েছে।

সাহিবুল মিসবাহ বলেছেন

الاصح ان الانبياء لايسألون وتسأل اطفال المسلمين

অর্থ: বিশুদ্ধ কথা হল আম্বীয়া কেরামদের প্রশ্ন করা হবে না। তবে মুসলিম শিশুদের প্রশ্ন করা হবে।

وتوقف ابو حنيفة فى سؤال اطفال المشركين ۔

অর্থ: মুশরীক শিশুদের প্রশ্নের ব্যাপারে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাওয়াক্কুফ তথা নিরব থেকেছেন।

আরেকটি মাসআলাহ

প্রশ্নঃ- কবরে মুনকার নাকীরের সুয়াল জওয়াব সাধারণ ভাবে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নাকি কারো জন্য ভিন্নতা আছে?[৭]

নাবালেগ শিশু এবং মাতৃগর্ভে নিহত শিশুদের কবরে প্রশ্ন করা হবে কিনা?

উত্তরঃ- কবরে সুয়াল জওয়াব সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং শহীদগনের জন্য ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।

যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে

انه صلى الله عليه وسلم سئل ايفتن الشهيد فى قبر؟ فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة –

৭। ইমাম সুয়ুতি এ মাসআলাটি উক্ত কিতাবের ৭ম মাসআলার পর অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাস করা হল কবরে শহীদদেরকে পরীক্ষা করা হবে কি না? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "তার মাথার উপর ধারালো তরবারীর আঘাতই তার পরীক্ষা হিসাবে যথেষ্ট।"

ইমাম কুরতুবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "আত তাযকিয়াহ" গ্রন্থে ইমাম হাকীম আত তিরমিযি থেকে একটি বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ-

انه لو كان عنده نفاق فر عند التقاء الزحفين- وبريق السيوف- لان من شأن المنافق الفرار عند ذلك وشأن المؤمن البذل والتسليم لله-

অর্থঃ যদি শহীদ ব্যক্তির অন্তরে মুনাফেকী থাকত তাহলে উভয় দলের আক্রমনের সময় সে পালিয়ে যেত। কেননা মুনাফিকের শান হল যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। আর একজন মুমিনের শান হল আল্লাহর জন্য অত্মসমর্পন করা।

অতএব যুদ্ধবিগ্রহের সময় যখন তার অন্তরের একনিষ্ঠতা প্রমানিত হল তখন পুনরায় তাকে কবরে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নাই। কেননা কবরে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল একজন একনিষ্ট মুমিনকে মুনাফেকী থেকে পরীক্ষা করা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন-

واذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق من باب اولى لانه اجل قدرا-

অর্থ: একজন শহীদ ব্যক্তিকে যখন পরীক্ষা করা হবে না তখন একজন সিদ্দীক ব্যক্তিকেও পরীক্ষা করা হবে না। কারণ সিদ্দীক আরো অধিক হকদার ও উত্তম ব্যক্তি।

এমনিভাবে আল্লাহর রাস্থায় পাহারায় নিয়োজিত ব্যক্তির কবরেও প্রশ্ন করা হবে না। এব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহামারিতে মৃত ব্যক্তি এবং মহামারিতে আক্রান্ত দেশে আটকে পড়া ব্যক্তি যদিও অন্যভাবে তার মৃত্যু হয় তাদেরও কবরে পরীক্ষা হবে না।

হাফিজ ইবনে হাজার স্বীয় “বাযলুল মাউন” গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনি ভাবে নাবালেগ শিশুগণও বিশুদ্ধ মতানুসারে এ হুকুমের বহির্ভূত থাকবেন। (অর্থাৎ তাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে না।)